কালের কণ্ঠ
তারিখ 30 JAN 2018 পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে গতকাল আশা ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। ছবি : কালের কণ্ঠ

আশা ইউনিভার্সিটির সমাবর্তন

# 'বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানের দরজা খুলে দেয়'

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান বলেছেন, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব শুধু জ্ঞানদান করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হলো কী করে জ্ঞান অর্জন করতে হয় একজন শিক্ষার্থীকে তার কলাকৌশল শিখিয়ে দেওয়া। বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানের দরজা খুলে দেয়। সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে কি না, সেই সিদ্ধান্ত একান্তভাবে শিক্ষার্থীদের। প্রকৃত শিক্ষা একজন মানুষকে আলোকিত করে, তার চিন্তাকে উদার করে।

গতকাল সোমবার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আচার্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের মনোনীত প্রতিনিধি হিসেবে আশা ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় সমাবর্তনে সভাপতির বক্তৃতায় অধ্যাপক আবদুল মান্নান এসব কথা বলেন। সমাবর্তন বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফিলিপাইনের সাবেক মন্ত্রী ও ফিলিপাইনভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট মিউচ্যুয়ালি রি-ইনফোর্সিং ইনস্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ড. জেমি অ্যারিস্টটল বি আলিপ।

স্বাগত বক্তব্য দেন আশা ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. ডালেম চন্দ্র বর্মণ। এ ছাড়া বক্তব্য দেন ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান সফিকুল হক চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ শেখ রজব আলী প্রমুখ।

সমাবর্তনে পাঁচ হাজার ৮৫৫ শিক্ষার্থীকে ডিগ্রি প্রদান করা হয়। অসাধারণ ফলাফলের জন্য বিফার্মে সোহান দিল আফরোজকে এবং এমবিএতে প্রিরিসিলা জামান টনিকে আচার্য স্বর্ণপদক দেওয়া হয়।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে অধ্যাপক আবদুল মান্নান বলেন, তোমাদের জন্য যেমন রয়েছে বিশাল কর্মদিগন্ত, তেমনি রয়েছে যোগ্যতা প্রমাণের অফুরন্ত সুযোগ। তোমাদের নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সঙ্গে সেই সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। মনে রাখতে হবে বাস্তব জীবন সত্যি চ্যালেঞ্জের। তাই এখন থেকেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণের শক্তি অর্জন করে নিজেকে কঠিনভাবে প্রস্তুত করতে হবে। তবেই ভবিষ্যৎ কর্মজীবন আলোকিত করা সম্ভব হবে।

ইউজিসির চেয়ারম্যান বলেন, বাংলাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিকাশমান শিক্ষা খাত। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কারণে এ দেশের অনেক ছেলে-মেয়ের উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত হয়েছে। তবে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়েই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন না মানার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। তাদের বিরুদ্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে বদ্ধপরিকর।

ড. জেমি অ্যারিস্টটল বি আলিপ শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, সমাবর্তনে প্রাপ্ত ডিগ্রির সমতুল্য চরিত্র ও ব্যবহার বজায় রাখতে হবে। জীবন চলার পথে সত্যনিষ্ঠ হতে হবে।

সফিকুল হক চৌধুরী বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য ছিল এমন একটি উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, যেখানে নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীরা গুণগত মানের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে। সে লক্ষ্যেই আশা ইউনিভার্সিটি গড়ে তোলা হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার ব্যয় তুলনামূলক কম, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের টিউশন ওয়েভার দেওয়া হয়।'